হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ (শেষ সংশোধন,২০০৫)

শেষ ইচ্ছাপত্র বা উইল না করে কোন হিন্দু মারা গেলে তার সম্পত্তি আত্মীয়দের ভেতর কি নিয়মে ভাগ হবে তা ঠিক করতে এই আইন তৈরী হয়েছে। হিন্দু পরিবারের মেয়েদের প্রতি বৈষম্য দূর করতে ও তাদের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করতে সাহায্য করার জন্য এই আইন। বিশেষ করে ২০০৫ এর শেষ সংশোধনীতে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সব রকম বিভেদ সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হয়েছে।

এই আইনের আওতায় যারা পড়বেন ঃ-

ক) হিন্দু ধর্মের যে কোন শাখা যথা - বৈষ্ণব, বীর শৈব, লিঙ্গায়ত, ব্রাহ্ম, প্রার্থনা ও আর্য সমাজ সহ ভুক্ত কোন ব্যক্তি।

খ) বৌদ্ধ, জৈন, শিখ সম্প্রদায়ের সকলে।

গ) বা অন্য যে কেউ যদি মুসলিম, ক্রিশ্চান, পার্সী বা ইহুদি ধর্মের না হন। --

তার মানে-

ক) কোন বৈধ বা অবৈধ সন্তানের বাবা-মা দুজনেই হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ।

খ) কোন বৈধ বা অবৈধ সন্তানের বাবা অথবা মা যদি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ হন, এবং তাঁর সন্তানকে নিজ ধর্ম মতে লালন করে থাকেন।

গ) কোন ব্যক্তি অন্য ধর্ম ছেড়ে স্বেচ্ছায় হিন্দু ইত্যাদি ধর্ম গ্রহণ করে থাকেন, বা পুনর্বার হিন্দু ইত্যাদি মতে দীক্ষিত হন।

দ্রঃ বাদ যাবেন তফসিলি জনজাতির মানুষ।

রক্তের সম্পর্ক

- পূর্ণ - মানে দুজনেরই বাবা-মা এক
- আধা - মানে বাবা এক, কিন্তু মা আলাদা - অর্থাৎ সৎ ভাই বা বোন।
- জঠর - মানে মা এক, বাবা আলাদা।
- কোন হিন্দু পুরুষ উইল না করে মারা গেলে, সাধারণত তাঁর সম্পত্তির অধিকারী হবেন- নিম্নোক্তভাবে ঃ (এই আলোচনার শেষে উত্তরাধিকারীদের শ্রেণীর তফসিল দ্রষ্টব্য)

  ক) প্রথমে, যে সব আত্মীয় ১ম শ্রেণীতে পড়েন।

  খ) দ্বিতীয়ত যে সব আত্মীয় ২য় শ্রেণীতে পড়েন।

গ) তৃতীয়ত যে সব ব্যক্তি বাবার দিকের সম্পর্কে পড়েন।

ঘ) শেষে যে সব আত্মীয় বাবা ও মা দুপক্ষেরই (যেমন - পিসতুতো, মামাতো)।

- চাষের জমিও এই আইনে পড়বে - কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, যথা ঃ-
- বাবার সম্পত্তি ছেলে পাবে তার একার অধিকারে - যৌথ পরিবারের হিসেবে নয়।

সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা

নিয়ম ১ ঃ মৃতের বিধবা স্ত্রী এক ভাগ

নিয়ম ২ ঃ জীবিত ছেলে মেয়ে - প্রত্যেকে একভাগ করে।

নিয়ম ৩ ঃ মৃত ছেলে মেয়ের ওয়ারিশ (নাতি-নাতনি) পুত্রবধূ সকলে মিলে একভাগ।

নিয়ম ৪ ঃ ক) মৃতের বিধবার ও তাঁর মৃত ছেলেদের ওয়ারিশদের অংশ সমান হবে।

খ) মৃত কন্যার ওয়ারিশদের মিলিত অংশ ও জীবিত ছেলে মেয়েদের অংশ সমান হবে।

- হিন্দু মহিলার তার সম্পত্তির ওপর সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে।

মহিলার সম্পত্তি বলতে বোঝাবে সবরকম ভাবে পাওয়া স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি.

বিষয় - উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, উইল মারফত পাওয়া, ভরণপোষণ হিসেবে, অনুদান, উপহার (বিয়ের আগে বা পরে) হিসেবে পাওয়া সম্পত্তি নিজের উপার্জন এবং স্ত্রী ধন।

- যদি না এ সবের মধ্যে এমন কিছু থাকে যা অন্য কোনো পূর্ব লিখিত শর্তাধীনে থাকে।

- হিন্দু মহিলার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন-

ক) প্রথমত ছেলে মেয়েরা (তারা আগে কেউ মারা গেলে নাতি - নাতনি) ও স্বামী।

খ) দ্বিতীয়ত, স্বামীর ওয়ারিশ।

গ) তৃতীয়ত, মা-বাবা।

ঘ) চতুর্থত, বাবার ওয়ারিশ।

ঙ) পঞ্চমত, মার ওয়ারিশ।

কিন্তু ওপরের নিয়ম বিশেষ ক্ষেত্রে খাটবে না ঃ-

ক) যদি মৃতার সম্পত্তি তাঁর বাবা-মার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়, ও তাঁর ছেলে মেয়ে বা নাতি-নাতনি না থাকে, তাহলে তাঁর বাবার ওয়ারিশ সেই সম্পত্তি পাবে।

খ) স্বামী বা শ্বশুরের থেকে পাওয়া সম্পত্তি, যদি ছেলেমেয়ে বা নাতি-নাতনি না থাকে, তাহলে তাঁর স্বামীর ওয়ারিশ সেই সম্পত্তি পাবে।

- বিধবা পুত্রবধূ, নাতবৌ, ভাই এর বৌ যদি আবার বিয়ে করে থাকেন, তাহলে আর তাদের সম্পত্তির অধিকার থাকবে না।
- কোন মানুষকে খুন করে তার সম্পত্তির অধিকার পাওয়া যাবে না।
- ধর্মান্তর হলে উত্তরাধিকার শর্ত থাকবে না।
- অসুস্থতা, বা শরীরে খুঁত থাকার কারণে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না।
- কোন উত্তরাধিকারী না থাকলে, সম্পত্তি রাষ্ট্র নিয়ে নেবে।

২০০৯(২) কে. এল.টি ৯৭১ (এস. সি.) **(Supreme Court of India)**

মাননীয় বিচারপতি এস. বি. সিন্‌হা এবং মাননীয় বিচারপতি

ডঃ মুকন্দকম শর্মা

ওম প্রকাশ বনাম রাধাচরণ সি.এ. নং ৩২৪১, ২০০৯

৫ই মে, ২০০৯

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬, ধারা ১৫(১), ১৫(২) এবং ১৬ — স্বোপার্জিত সম্পত্তির বন্টন — উইল সম্পাদন না করে মৃত হিন্দু বিধবা।

যদি কোন মহিলা তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি (১. শ্বশুড়বাড়ী থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অথবা ২. বাবার সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অথবা ৩. স্বোপার্জিত সম্পত্তি) তাঁর স্বামী বা শ্বশুড়বাড়ীর কাউকে না দিয়ে যেতে চান, তাহলে তিনি যেন অবশ্যই একটি ইচ্ছাপত্র বা 'উইল' করেন।

জেনে রাখা দরকার

এই আইনের আওতায় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি থেকে যদি কোন মহিলাকে (যেমন- স্ত্রী, মেয়ে, ছেলের বৌ, নাতনি, নাত- বৌ ইত্যাদি) বা কোন পুরুষকেও বঞ্চিত করা হয় তাহলে উকিলের সাহায্যে তিনি যেই এলাকায় বসবাস করেন সেখানকার আদালতে মামলা করতে পারেন।

উত্তরাধিকারীদের শ্রেণীর তফসিল

প্রথম শ্রেণী

পুত্র; কন্যা; বিধবা স্ত্রী; মাতা; মৃত পুত্রের পুত্র; মৃত পুত্রের কন্যা; মৃত কন্যার পুত্র; মৃত কন্যার কন্যা; বিধবা পুত্রবধূ; মৃত পুত্রের মৃত পুত্রের পুত্র; মৃত পুত্রের মৃত পুত্রের কন্যা; মৃত পুত্রের বিধবা পুত্র বধূ।

দ্বিতীয় শ্রেণী

১। পিতা

২। (ক) পুত্রের কন্যার পুত্র (খ) পুত্রের কন্যার কন্যা
(গ) ভাই (ঘ) বোন

৩। (ক) কন্যার পুত্রের পুত্র (খ) কন্যার পুত্রের কন্যা
(গ) কন্যার কন্যার পুত্র (ঘ) কন্যার কন্যার কন্যা

৪। (ক) ভাইয়ের পুত্র (খ) বোনের পুত্র
(গ) ভাইয়ের কন্যা (ঘ) বোনের কন্যা

৫। ঠাকুরদা ; ঠাকুরমা

৬। পিতার বিধবা ; ভাই এর বিধবা

৭। জ্যাঠা-কাকা ; পিসি

৮। দাদামশাই ; দিদিমা

৯। মামা ; মাসি